

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন

ঢাকা-১০০০।

নথি নং- ৩(৩) কর-৭/আঃ আঃ বিঃ/৯৭/

তারিখঃ ২০/০৮/৯৮ ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)

১৯৯৮-৯৯

বিষয়ঃ অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর আইনে আনীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কতিপয় সংশোধনী আনা হইয়াছে। উক্ত সংশোধনীসমূহের প্রেক্ষিতে এবং ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আয়কর সম্পর্কিত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন করা হইয়াছে। আয়কর অধ্যাদেশ ও আয়কর বিধিমালায় আনীত সংশোধনীসমূহের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলঃ

আয়করঃ

০১। ব্যক্তি শ্রেণীর কর হারঃ

ইতোপূর্বে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের ক্ষেত্রে পাঁচস্তর বিশিষ্ট কর হার প্রচলিত ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে চারস্তর বিশিষ্ট কর হার প্রবর্তন করা হইয়াছে। নতুন কর হার নিম্নরূপঃ

	হার
প্রথম ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
পরবর্তী ১,৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৮%
অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

তবে ন্যূনতম করের পরিমাণ পূর্বের মতই ১,০০০/- টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত (Investment Tax Credit) প্রদানের ফলে প্রদেয় করের পরিমাণ ১,০০০/- টাকার কম হইলেও তাঁহাকে ১,০০০/- টাকাই কর প্রদান করিতে হইবে।

০২। কোম্পানীর কর হারঃ

কর্পোরেট সেক্টরে ইতোপূর্বে দুই স্তরবিশিষ্ট কর হার প্রচলিত ছিল। পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর জন্য কর হার ছিল ৩৫% এবং নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী এবং ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অনির্বাসী

কোম্পানীর জন্য কর হার ছিল ৪০%। অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে বিগত বৎসরের ন্যায় দুইস্তর বিশিষ্ট কর হার বহাল রাখা হইলেও যে সকল ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর শর্ত পূরণ করিবে তাহাদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ কর হার প্রযোজ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সকল পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর জন্যই প্রযোজ্য কর হার হইবে ৩৫ শতাংশ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অনিবাসী কোম্পানী এবং অন্য সকল কোম্পানী (ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ), যাহারা পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী নহে তাহাদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ কর হার প্রযোজ্য হইবে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোন কোম্পানী ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইলেই ইহাকে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী হিসাবে অভিহিত করা যাইবে না। পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর যে তিনটি শর্ত আছে সেইগুলি সম্পূর্ণ পরিপালন করা হইলেই কেবল একটি কোম্পানীকে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী হিসাবে অভিহিত করা যাইবে এবং উক্ত কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ হারে কর প্রদানের সুবিধা প্রযোজ্য হইবে। যে সব শর্তাবলী পরিপালন করিলে কোম্পানীকে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী হিসাবে অভিহিত করা যাইবে সেইগুলি হইতেছেঃ

- (১) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তিতে পরিশোধিত মূলধনের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ ইহার উদ্যোক্তা এবং পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ব্যতীত অন্যদের মালিকানায় থাকিতে হইবে এবং এই মর্মে কোম্পানী চার্টার্ড একাউন্টেন্টের প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে;
- (২) উদ্যোক্তা এবং পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যগণ বেনামীতে কোন শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না;
- (৩) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তির পূর্বে কোম্পানীর শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।

০৩। বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের সর্বোচ্চ সীমা এক লক্ষ টাকা হইতে দেড় লক্ষ টাকায় বর্ধিতকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 44 এর উপ-ধারা (3) সংযোজনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী একজন করদাতা তাহার মোট আয়ের উপর প্রদেয় কর হইতে বিনিয়োগের উপর ১৫ শতাংশ হারে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পাইয়া থাকেন। তবে ইতোপূর্বে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ করদাতার মোট আয়ের ২০ শতাংশ অথবা এক লক্ষ টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, তাহাতে সীমিত রাখার বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 44 এর উপ-ধারা (3) সংশোধন পূর্বক বিনিয়োগের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা হইতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বর্ধিত করা হইয়াছে। সংশোধিত বিধান অনুসারে একজন করদাতা তাহার মোট আয়ের ২০ শতাংশ অথবা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম পর্যন্ত বিনিয়োগের উপর ১৫ শতাংশ কর রেয়াতের সুবিধা পাইবেন।

০৪। মূলধনী মুনাফা বিনিয়োগ বাবদ কর রেয়াতের সুবিধা একাধিক এ্যাপার্টমেন্টের জন্য প্রযোজ্যকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 32 এর উপ-ধারা (8) সংশোধনঃ
ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জমি বা ইমারত বিক্রয় হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা সংশ্লিষ্ট জমি বা ইমারত বিক্রয়ের তারিখ হইতে পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট ক্রয়ে, বাড়ী নির্মাণে, শিল্প কোম্পানী মূলধনী সম্পত্তি অর্জনে, পাবলিক কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করিলে অথবা জমির মালিক, সমবায় সমিতি বা হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট কোম্পানীর সাথে চুক্তির মাধ্যমে জমির মূল্যের পরিবর্তে এক বা একাধিক এ্যাপার্টমেন্ট প্রাপ্ত হইলেও কেবল মাত্র একটি এ্যাপার্টমেন্টের জন্য মূলধনী মুনাফা বিনিয়োগ বাবদ কর রেয়াতের সুবিধা প্রযোজ্য হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে ধারা 32 এর উপ-ধারা (8) সংশোধনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, জমি বা ইমারত হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা একাধিক এ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করিলে অথবা জমির মূল্যের পরিবর্তে সমবায় সমিতি বা হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট কোম্পানীর সহিত চুক্তির মাধ্যমে একাধিক এ্যাপার্টমেন্ট প্রাপ্ত হইলে সেই ক্ষেত্রেও মূলধনী মুনাফা বিনিয়োগ বাবদ কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করা হইবে। অর্থাৎ একাধিক এ্যাপার্টমেন্টে মূলধনী মুনাফা বিনিয়োগ করা হইলে সেই ক্ষেত্রেও কর রেয়াতের সুবিধা পাওয়া যাইবে। এই সুবিধা ১৯৯৮-৯৯ কর বৎসর হইতে কার্যকর হইবে।

০৫। কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করমুক্ত আয় বিনিয়োগের সময়সীমা পরিবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 46A এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (c) সংশোধনঃ
ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করমুক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট আয় বৎসর শেষ হইবার দুই বৎসরের মধ্যে একই প্রতিষ্ঠানে অথবা নতুন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে অথবা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ষ্টক ও শেয়ার অথবা সরকারী বন্ড/সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 46A এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (c) সংশোধন পূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করমুক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ কর অবকাশ মেয়াদ চলাকালীন সময়ে অথবা কর অবকাশ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে উপরোল্লিখিত ইনস্ট্রুমেন্টসমূহে বিনিয়োগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত উল্লিখিত ক্লজ (c) এর পর একটি নতুন প্রোভাইসো সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, যদি কোন কর অবকাশ প্রাপ্ত কোম্পানী লভ্যাংশ ঘোষণা করে তাহা হইলে করমুক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশও বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে। অর্থাৎ করমুক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ হইতে ঘোষিত লভ্যাংশ বিয়োজনপূর্বক অবশিষ্ট অংশ বিনিয়োগ করিতে হইবে।

০৬। আয়কর রিটার্ন সঠিক (correct) হিসাবে গ্রহণের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 82 এর প্রতিস্থাপনঃ
বিদ্যমান আয়কর আইনের 82 ধারার আওতায় কতিপয় ক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রিটার্ন কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে গ্রহণ পূর্বক কর নির্ধারণের বিধান প্রচলিত ছিল।

অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের উক্ত ধারাটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে। বিবেচ্য ধারাটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করা হইলেও ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনের মূল বিধান অপরিবর্তিত রাখিয়া কেবল প্রোভাইসোসগুলিতে পরিবর্তন আনা হইয়াছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ৪২ তে দুইটি প্রোভাইসোস সংযোজিত হইয়াছে। সংযোজিত প্রথম প্রোভাইসোস অনুযায়ী যে সকল কোম্পানীতে বিদেশী শেয়ার মালিকানার পরিমাণ উক্ত কোম্পানীর পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ৫০ শতাংশ কিংবা তাহার অধিক সেই সকল কোম্পানী অথবা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী বা প্রচলিত আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বা সংগঠিত বিধিবদ্ধ সংস্থা অথবা জাতীয়করণকৃত ব্যাংক, বীমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করারোপনের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যদি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ নির্দিষ্ট ছকে প্রত্যয়ন পত্র আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিল করেন তাহা হইলে উক্ত দাখিলকৃত রিটার্নে কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রোভাইসোস অনুসারে নিম্নরূপ শর্তাবলী পরিপালন করিতে হইবেঃ

- (ক) আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (২) এর ক্লজ (c) তে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে এইরূপ রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে;
- (খ) দাখিলের তারিখে অথবা তৎপূর্বে প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে হইবে;
- (গ) এইরূপ রিটার্নে লোকসান প্রদর্শন করা যাইবে না অথবা সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা কম আয় প্রদর্শন করা যাইবে না এবং এইরূপ রিটার্নের ভিত্তিতে কর নিরূপনে কোন প্রত্যর্পন সৃষ্টি হইবে না।

০৭। চার্টার্ড একাউন্টেন্টদের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রদানের সময় তথ্য গোপন করা হইলে আর্থিক জরিমানা আরোপের বিধান পুনঃ প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশের ১২৮ ধারায় নতুন উপ-ধারা (২A) সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ১২৮ ধারায় নতুন উপ-ধারা (২A) সংযোজনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে ধারা ৪২ এর প্রোভাইসোস এর আওতায় চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট করদাতার আয় সম্পর্কিত কোন তথ্য গোপন করা হইলে উপ কর কমিশনার, আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার, আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার, কর কমিশনার (আপীল) অথবা আপীলাত ট্রাইবুনাল সংশ্লিষ্ট চার্টার্ড একাউন্টেন্টদের উপর আর্থিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন। তবে এইরূপ পরিমানার পরিমাণ হইবে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক গোপনকৃত তথ্যের প্রেক্ষিতে যে পরিমাণ কর এড়ানো (avoided) হইয়াছে তাহার সর্বোচ্চ আড়াই গুণ। উল্লেখ্য যে এইরূপ জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে ধারা ১৩১ তে নতুন সংযোজিত প্রোভাইসোস অনুসারে বোর্ডের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে।

০৮। রিটার্নে প্রদর্শিত আয় গৃহীত না হইলে করদাতার নিকট সুনির্দিষ্ট আপত্তি জানাইয়া পত্র প্রেরণের বিধান বিলোপকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৩ প্রতিস্থাপনঃ
ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে রিটার্নে প্রদর্শিত আয় না মানিলে কর কর্মকর্তা তাহার আপত্তির কারণসমূহ চিঠির মাধ্যমে করদাতার নিকট প্রেরণ করিতেন এবং এই ক্ষেত্রে

কোন বিধিবদ্ধ নোটিশ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন ছিলনা। উল্লিখিত পত্রের জবাবে করদাতার প্রদত্ত ব্যাখ্যা কর কর্মকর্তার নিকট সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য হইলে তিনি 83(1) ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিতেন। অপরদিকে প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য না হইলে অথবা ব্যাখ্যা প্রদানে করদাতা ব্যর্থ হইলে কর কর্মকর্তা আয়কর অধ্যাদেশ, 83(2) ধারার আওতায় শুনানীতে হাজির হইয়া প্রয়োজনীয় প্রমানাদি উপস্থাপনের জন্য করদাতাকে নোটিশ প্রদান করিতেন এবং 83(2) ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিতেন। কর নির্ধারণী আদেশে মোট আয় নিরূপনের ভিত্তি কর কর্মকর্তাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইত।

অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে ধারা 83 প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে। প্রতিস্থাপিত ধারা 83 অনুসারে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় অথবা রিটার্ণের সহিত পেশকৃত হিসাব বিবরণী বা প্রমানাদি গ্রহণযোগ্য না হইলে কর নির্ধারণী কর্মকর্তা 83(1) ধারার আওতায় করদাতাকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইবার জন্য শুনানীর নোটিশ জারী করিতে পারিবেন। এই নোটিশের প্রেক্ষিতে করদাতার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া এবং উপস্থাপিত প্রমানাদি পরীক্ষা করিয়া শুনানী সমাপ্ত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে কর কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে 83(2) ধারায় করদাতার মোট আয় এবং উক্ত আয়ের ভিত্তিতে প্রদেয় কর নিরূপন করিতে হইবে এবং পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে কর নির্ধারণী আদেশ সংশ্লিষ্ট করদাতার নিকট পৌছাইতে হইবে।

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ০১/০৭/৯৮ ইং তারিখ অথবা তৎপরবর্তী সময়ে কোন কর মামলায় 83 ধারা অধীনে কার্যক্রম শুরু করিবার ক্ষেত্রে কর বৎসর নির্বিশেষে উক্ত ধারা নতুন প্রবর্তিত বিধান প্রযোজ্য হইবে। তবে, যে সকল ক্ষেত্রে ইতোপূর্বেই পূর্বতন 83 ধারায় কার্যক্রম শুরু হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে পূর্বতন পদ্ধতিতেই কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইবে।

০৯। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর জন্য প্রবর্তিত স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সহজীকরণ -
আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 83AA সংশোধনঃ

বিগত বৎসরে আয়কর অধ্যাদেশে ধারা 83AA সংযোজনের মাধ্যমে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এই ধারাটি ১৯৯৭-৯৮ ও ১৯৯৮-৯৯ কর বৎসরের জন্য প্রযোজ্য ছিল এবং বেশ কিছু জটিল শর্তও বিদ্যমান ছিল।

অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে এই ধারার ব্যাপক সংশোধনপূর্বক ইহাকে ১৯৯৭-৯৮ ও তৎপরবর্তী সকল কর বৎসরের জন্য প্রযোজ্য করা হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের দশ শতাংশ অথবা মোট টার্ন ওভারের আড়াই শতাংশ কর প্রদানের শর্ত বাতিল করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে কোন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের নিরূপিত আয়ের ন্যূনতম ১০ শতাংশ বেশী আয় দেখাইয়া রিটার্ণ দাখিল করিতে পারিবে। অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের কর নিরূপন সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে সর্বশেষ যে বৎসর কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইয়াছে সেই বৎসরের

পরবর্তী প্রত্যেক বৎসরের জন্য ১০ শতাংশ হারে আয় বাড়াইয়া সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য মোট আয় নির্ধারণ করিবে। তবে ন্যূনতম করের পরিমাণ হইবে ২৫,০০০/- টাকা। বর্ণিত দুই শর্তের মধ্যে যেই ক্ষেত্রে আয় বেশী হইবে তাহাই রিটার্ণে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং সেই অনুসারে কর পরিশোধ করিতে হইবে।

উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিষ্পন্ন কর মামলার ক্ষেত্রে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে নতুন উপ-ধারা (৩) প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই উপ-ধারার বিধান অনুসারে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত ইহার অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিষ্পন্নকৃত তিনটি কর বৎসরের মধ্যে যে কোন একটি কর বৎসরের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং প্রয়োজনে আয়কর অধ্যাদেশের ৪৩ বা ৪৪ ধারায় উক্ত কর বৎসরের কর মামলা পুনঃ নিষ্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১০। স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধি ৩৪ সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে নতুন করদাতাগণ ব্যবসা বা পেশা আয়ের ক্ষেত্রে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রারম্ভিক পুঁজি প্রদর্শন করিতে পারিতেন যাহা কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে কর বিভাগ কর্তৃক গ্রহণ করা হইত। বিধি ৩৪ সংশোধনের মাধ্যমে প্রারম্ভিক পুঁজি প্রদর্শনের এই সীমা ১০ লক্ষ টাকায় হ্রাস করা হইয়াছে। তবে পূর্বের মতই শর্ত থাকিবে যে, প্রারম্ভিক পুঁজির ন্যূনতম এক-চতুর্থাংশ আয় হিসাবে রিটার্ণে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং কোন করমুক্ত আয় (exempted income) এইরূপ আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। এইরূপ প্রারম্ভিক পুঁজি পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে কোনভাবেই হস্তান্তর করা যাইবে না -এমনকি ঋণ প্রদানের মাধ্যমেও নয়। যদি কোন করদাতা প্রারম্ভিক পুঁজি সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে হস্তান্তর করেন বা প্রারম্ভিক পুঁজি হইতে ঋণ প্রদান করেন তাহা হইলে যে বৎসরে উহা হস্তান্তরিত হইবে বা ঋণ হিসাবে প্রদান করা হইবে সেই বৎসরে করদাতার হাতে তাহা অন্যান্য সূত্র হইতে আয় হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

১১। কতিপয় ক্ষেত্রে ৭.৫ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে বিনিয়োগ কর বিভাগ কর্তৃক কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে গ্রহণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 19AA সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 19A সংযোজনপূর্বক কর অনারোপিত অর্থ নতুন শিল্পে বিনিয়োগ করা হইলে উক্ত বিনিয়োগ করমুক্ত রাখার বিধান করা হইয়াছিল। বিনিয়োগের পরিধি সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 19AA সংযোজিত করা হইয়াছে। নতুন প্রবর্তিত এই ধারা বিধান অনুসারে ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ ইং এর মধ্যে কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হইলে উক্ত বিনিয়োগের উৎসে সম্পর্কে কর বিভাগ কর্তৃক কোন প্রশ্ন করা হইবে না। যদি করদাতা সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের রিটার্ণ দাখিলের পূর্বে উক্ত বিনিয়োগের উপর ৭.৫ শতাংশ হারে আয়কর প্রদান করেন।

যে সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হইলে এইরূপ সুবিধা পাওয়া যাইবে সেইগুলি হইতেছে বিদ্যমান শিল্প ইউনিটের সম্প্রসারণ অথবা বি.এম.আর.ই ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ষ্টকস ও শেয়ার ক্রয়ে এবং শিল্প ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে। তবে ষ্টকস ও শেয়ারের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারী মার্কেট হইতে ক্রয়কৃত শেয়ার ক্রয়ের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিক্রয় করা যাইবে না। যদি এইরূপ ষ্টকস ও শেয়ার এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরে উক্ত বিনিয়োগের উপর স্বাভাবিক হারে আয়কর প্রদান করিতে হইবে।

১২। বিদ্যমান অবচয়ভাতা যৌক্তিকীকরণ Initial Depreciation এবং Extra Shift Depreciation এর বিধান বাতিলকরণ, Normal Depreciation এর হার বৃদ্ধিকরণঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধান অনুসারে প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারী খাতে Initial Depreciation এবং Extra Shift Depreciation প্রদান করা হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের The Third Schedule এর paragraph 4 ও 6 অবলোপের মাধ্যমে Initial Depreciation ও Extra Shift Depreciation প্রদানের বিধান বাতিল করা হয়। সুতরাং কর বৎসর ১৯৯৮-৯৯ হইতে উল্লিখিত দুই ধরনের অবচয়ভাতা প্রদান করা যাইবে না। তবে Normal Depreciation এর ক্ষেত্রে কতিপয় আইটেমের অবচয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং ১৮০-আইন/৯৮ তাং ১৯/৮/৯৮ ইং এর মাধ্যমে বাড়ানো হইয়াছে যাহা ১৯৯৮-৯৯ কর বৎসর হইতে কার্যকর হইবে। আইটেমসমূহ ও বর্ধিত হার নিম্নরূপঃ

(১) বিল্ডিং (জেনারেল)	১২%
(২) বিল্ডিং (ফ্যাক্টরী)	২৪%
(৩) মেশিনারী এন্ড প্লান্ট	
(ক) জেনারেল রেট	১৮%
(খ) স্পেশাল রেট	
(i) নতুন সমুদ্রগামী জাহাজ	১২%
(ii) দশ বৎসরের কম বয়সের সমুদ্রগামী জাহাজ	১২%
(iii) দশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের সমুদ্রগামী জাহাজ	২৪%
(iv) অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচলকারী জাহাজ, স্টীমার মোটর ভেসেল, টাগ বোট, কার্গো, মোটর লঞ্চ ইত্যাদি।	২৪%
(v) ভাড়ায় ব্যবহৃত হয়না এরূপ মোটরগাড়ী	২০%
(vi) ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় এরূপ মোটরগাড়ী	২৪%

১৩। পেশাগত ফিস অথবা টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ফিসকে উৎসে কর কর্তনের আওতাভুক্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 52A সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 52A সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে পেশাগত বা প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান অর্থাৎ আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, চাটার্ড একাউন্টেন্ট অথবা প্রযুক্তি পরামর্শক এবং

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাকারী সংস্থাকে তাদের পেশাগত বা প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের জন্য প্রদেয় বিল হইতে ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনী সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রেও পেশাগত বা প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের জন্য প্রদেয় কমিশন হইতে ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে। কোন আয় বৎসরে প্রদেয় বিলের পরিমাণ ৬০,০০০/- টাকার বেশী না হইলে কর কর্তনের প্রয়োজন হইবে না। তবে বিলের অংক ৬০,০০০/- টাকার বেশী হইলে সম্পূর্ণ অংকের উপরই কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে। সরকার, সরকারী কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা এর বিভিন্ন ইউনিট, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীসহ সকল পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী, বহুজাতিক কোম্পানী, জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানী এবং এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রীকৃত সকল এনজিও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লিখিত খাতে বিল প্রদানের সময় বর্ণিত হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে।

১৪। বিড়ি প্রস্তুতকারীদের নিকট ব্যান্ডরোল বিক্রয়ের সময় উৎসে কর সংগ্রহের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 52B সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 52B সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে বিড়ি প্রস্তুতকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যান্ডরোল বিক্রয়ের সময় বিক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যান্ডরোলের মূল্যমানের পাঁচ শতাংশের সমপরিমাণ অংক অগ্রীম আয়কর হিসাবে সংগ্রহ করিতে হইবে। ব্যান্ডরোল ক্রয়কারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত অংক বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় নির্দিষ্টখাতে জমা প্রদানপূর্বক চালানের মূলকপি ব্যান্ডরোল বিক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদর্শন করিবেন।

১৫। সরকার কর্তৃক হুকুম দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি বাবদ প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থের উপর উৎসে কর সংগ্রহের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 52C সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 52C সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইলে উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তির মালিককে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদানের সময় ক্ষতিপূরণের অর্থের উপর ৬ শতাংশ হারে উৎসে কর সংগ্রহ করিতে হইবে। স্থাবর সম্পত্তি যখনই হুকুম দখল করা হউক না কেন, ১লা জুলাই, ১৯৯৮ ইং হইতে তৎপরবর্তী সময়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

ধারা 52A, 52B এবং 52C এর ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ যথাযথভাবে পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবেন ঢাকা জেলার জন্য কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ঢাকা, চট্টগ্রাম জেলার জন্য কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম, রাজশাহী জেলার জন্য কর কমিশনার, কর অঞ্চল-রাজশাহী এবং খুলনা জেলার জন্য কর কমিশনার, খুলনা। অন্যান্য জেলার জন্য সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনার পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবেন। একটি জেলায় একাধিক উপ কর কমিশনার থাকিলে উক্ত জেলার সার্কেল-১ এর উপ কর কমিশনার এই দায়িত্ব পালন করিবেন। কোন জেলায় উপকর কমিশনার না থাকিলে ঐ জেলায় অধিক্ষেত্র যে উপ কর কমিশনারের উপর ন্যস্ত তিনি পরিবীক্ষণ করিবেন।

১৬। ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার পুনঃ নির্ধারণ - আয়কর বিধিমালার বিধি-16 এবং আয়কর অধ্যাদেশে ধারা 52C সংশোধনঃ
 আয়কর বিধিমালার বিধি-16 এর তফসিল (schedule) সংশোধনপূর্বক ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার পুনঃ নির্ধারণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 52 সংশোধনপূর্বক প্রদত্ত সেবার জন্য সেবা প্রদানকারীদের (services rendered) ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের জন্য পৃথক হার নির্ধারণ করা হইয়াছে যাহা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে সংশোধিত তফসিল নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	পরিশোধের (payment) পরিমাণ	কর্তনের হার
১.	পরিশোধের পরিমাণ ২,০০,০০০/- টাকা অধিক না হইলে	শূন্য
২.	পরিশোধের পরিমাণ ২,০০,০০০/- টাকা অধিক, কিন্তু ১০,০০,০০০/- টাকার অধিক না হইলে	১.৫%
৩.	পরিশোধের পরিমাণ ১০,০০,০০০/- টাকা অধিক, কিন্তু ২৫,০০,০০০/- টাকার অধিক না হইলে	২.৫%
৪.	পরিশোধের পরিমাণ ২৫,০০,০০০/- টাকা অধিক হইলে	৩%
৫.	জ্বালানী তৈল বিপননকারী কোম্পানী কর্তৃক তৈল সরবরাহের ক্ষেত্রেঃ	
	(ক) পরিশোধের পরিমাণ ২,০০,০০০/- টাকা অধিক না হইলে..	শূন্য
	(খ) পরিশোধের পরিমাণ ২,০০,০০০/- টাকা অধিক হইলে	০.৭৫%

এই হার ১লা জুলাই, ১৯৯৮ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইবে। ইতোমধ্যে পূর্বের হারে উৎসে কর কর্তন করা হইয়া থাকিলে পরবর্তী বিল পরিশোধের সময় তাহা সমন্বয় করিতে হইবে।

১৭। আমদানী ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের হার বৃদ্ধিসহ কতিপয় ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহ অব্যাহতি বাতিলকরণ -আয়কর বিধিমালার বিধি-17A সংশোধনঃ
 ইতোপূর্বে আমদানী ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের হার ছিল ২.৫%। বিধি-17A সংশোধনপূর্বক আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের হার ধার্য করা হইয়াছে ৩%। নব প্রবর্তিত এই হার ১লা জুলাই, ১৯৯৮ ইং তারিখ হইতে প্রযোজ্য হইবে।

ইতোপূর্বে বিধি 17A এর প্রথম প্রোভাইসো এর ক্লজ (b) অনুযায়ী বিসিক অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান প্রযোজ্য হইত না। এস.আর.ও নং ১৪১-আইন/৯৮ তাং ০২-০৭-৯৮ইং এর মাধ্যমে বিধি 17A সংশোধনপূর্বক উক্ত বিধির প্রথম প্রোভাইসোর ক্লজ (b) বিলুপ্ত করা হইয়াছে বিধায় ১লা জুলাই, ১৯৯৮ ইং তারিখ হইতে বিসিক অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রেও আমদানী মূল্যের উপর ৩ শতাংশ হারে উৎসে কর

সংগ্রহের বিধান প্রযোজ্য হইবে। তবে ইলেক্ট্রিক জেনারেটিং সেটস আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহ হইতে অব্যাহতির সুবিধা ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে, ইহা ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুদ্ধ উইং কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ২৬-আইন/৯৮/১৩৭২/শুদ্ধ তাং ১৮/০২/৯৮ ইং এ বর্ণিত দ্রব্যাদি আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের অব্যাহতি বলবৎ থাকিবে।

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ এস.আর.ও নং ১৪১-আইন/৯৮ তাং ০২-০৭-৯৮ইং এর মাধ্যমে বিধি 17A এর প্রথম প্রোভাইসোর ক্লজ (a) বিলুপ্তির মাধ্যমে concessionary rate of duty এর মাধ্যমে মূলধনী যন্ত্রপাতি (capital machinery) আমদানীর ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ হারে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান প্রযোজ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দেশের রপ্তানী বানিজ্যের সহায়তা প্রদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য এই সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত অনুসারে concessionary rate of duty এর মাধ্যমে আমদানীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে পূর্বের মতই উৎসে কর সংগ্রহ করা হইবে না। এই ব্যাপারে নুতনভাবে এস.আর.ও জারী করা হইতেছে। এস.আর.ও জারী সাপেক্ষে পরিবর্তিত ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

১৮। সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিদ্যমান হার বৃদ্ধিকরণ -আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-17I সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তরকারীর নিকট হইতে দলিল মূল্যের উপর উৎসে কর সংগ্রহের হার ছিল ৬ শতাংশ। বিধি-17I সংশোধনপূর্বক এই হার ৭.৫ শতাংশ ধার্য করা হইয়াছে। ১লা জুলাই, ১৯৯৮ ইং হইতে বর্ণিত এই হার কার্যকর হইবে।

১৯। উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহের কতিপয় ক্ষেত্রে কর্তনকৃত/সংগ্রহকৃত করকে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসাবে গণ্যকরণ -আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 82C সংযোজনঃ

আয়কর অধ্যাদেশ নতুন ধারা 82C সংযোজনের মাধ্যমে কতিপয় ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনকৃত/সংগ্রহকৃত করকে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য করার বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রসমূহ হইতেছেঃ-

- (ক) ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের বিল হইতে উৎসে কর কর্তন (ধারা 52/বিধি 16);
- (খ) বিড়ি উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে ব্যাণ্ডরোল ক্রয়ের সময় ব্যাণ্ডরোলের মূল্যমানের উপর উৎসে কর সংগ্রহ (ধারা 52B);
- (গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইহার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য কাঁচামাল আমদানী ব্যতিরেকে অন্য সকল পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহ (ধারা 53/বিধি 17A);
- (ঘ) সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দলিল মূল্যের উপর উৎসে কর সংগ্রহ (ধারা 53H/বিধি 17I) এবং
- (ঙ) লভ্যাংশ হইতে উৎসে কর কর্তন (ধারা 54)।

সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 32 এর উপ-ধারা (6), (8), (9) ও (10) অনুসারে বিনিয়োগ করা হইলে অথবা আইনে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিনিয়োগের ঘোষণা প্রদান করা হইলে ধারা 53H/বিধি 171 অনুসারে উৎসে সংগ্রহকৃত করকে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

উৎসে কর্তনকৃত/সংগ্রহকৃত করকে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসাবে গণ্য করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করদাতার আয় নিরূপনের বিষয়টিকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করিতে হইবে। একজন করদাতার নিকট হইতে যে পরিমাণ কর উৎসে কর্তিত/সংগ্রহ করা হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট বৎসরের কর হার অনুসারে সেই পরিমাণ করের আনুপাতিক আয় নিরূপন করিতে হইবে। এইরূপ আনুপাতিক আয়ের বিপরীতে পূর্ববর্তী বৎসরের লোকসান অথবা বিবেচনাধীন বৎসরের অন্য কোন খাতের লোকসান সমন্বয় করা যাইবে না। এইরূপ উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত কর করদাতার অন্য কোন কর দায়ের (tax liability) সহিত সমন্বয় করা যাইবে না। বর্ণিত সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে রয়ারীতি আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে। তবে নূতন প্রবর্তিত এই বিধানটি চলতি অর্থ বৎসরে উৎসে কর্তিত/সংগ্রহকৃত করের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০ কর বৎসরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২০। সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি নগদায়ন সংক্রান্ত বিধান সহজীকরণ-The Sixth Schedule এর Part 'B' এর paragraph (10)(2) প্রতিস্থাপন :

অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে The Sixth Schedule, Part 'B' এর paragraph (10)(2) প্রতিস্থাপন পূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, কোন করদাতা কর্তৃক ক্রয়ের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে (before maturity) paragraph (10)(1) এ বর্ণিত ইনস্ট্রুমেন্টস বিক্রয়, হস্তান্তর বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় নগদায়ন করা হইলে উক্ত ইনস্ট্রুমেন্টস এর উপর যে পরিমাণ বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত (investment tax credit) প্রদান করা হইয়াছিল সেই পরিমাণ কর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রদেয় হইবে। অর্থাৎ যে বৎসর ইনস্ট্রুমেন্ট বিক্রয়, হস্তান্তর বা নগদায়ন করা হইয়াছে সেই বৎসরের প্রদেয় করের সাথে উক্ত ইনস্ট্রুমেন্টের উপর ইতোপূর্বে প্রদত্ত কর রেয়াত যোগ করিতে হইবে। যদি ঐ বৎসর করদাতার কোন কর প্রদেয় না হয় তাহা হইলে উক্ত ইনস্ট্রুমেন্টের উপর ইতোপূর্বে প্রদত্ত কর রেয়াতই ঐ বৎসরের জন্য প্রদেয় কর হইবে।

২১। ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনের সময় টি.আই.এন সংক্রান্ত প্রত্যায়নপত্র দাখিল বাধ্যতামূলক -আয়কর অধ্যাদেশে ধারা 184A সংশোধন:

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে আমদানীর জন্য এলসি খোলার সময়, ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় এবং ঠিকাদার, মালামাল সরবরাহকারী ও সেবা প্রদানকারীগণ কর্তৃক টেন্ডার দাখিলের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে টি.আই.এন. সংশ্লিষ্ট সনদপত্র দাখিলের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে ধারা 184A সংশোধনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে ইতোপূর্বে বিদ্যমান ক্ষেত্রগুলো

ছাড়াও ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট টি.আই.এন সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে।

২২। বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাক-প্রকাশনার শর্ত শিথিল -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 185 এর উপ-ধারা (4) শেষে নতুন প্রোভাইসো সংযোজনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 185(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন বা সংশোধন করিয়া থাকে। তবে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কোন বিধি প্রণয়ন বা সংশোধনের পূর্বে প্রাক-প্রকাশনার ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রস্তাবিত নতুন বিধি বা পুরাতন বিধি সংশোধনীর উপর কাহারো কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে তাহা বিবেচনায় আনিতে হয়। অর্থ আইন, ১৯৯৮ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 184 এর উপ-ধারা (4) এর শেষে একটি নতুন প্রোভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে কোন নতুন বিধি পনয়ন বা পুরাতন বিধির সংশোধনীর ক্ষেত্রে উপ-ধারা (4) এর বিধান অনুযায়ী জনগণের আপত্তি বা সুপারিশ এর জন্য প্রাক-প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাক-প্রকাশিত প্রস্তাবের উপর কোন আপত্তি বা সুপারিশ না পাওয়া গেলে প্রস্তাবিত নতুন বিধি বা সংশোধিত বিধির প্রাক-প্রকাশনাকেই চূড়ান্ত প্রকাশনা হিসাবে গণ্য করা হইবে। অর্থাৎ প্রাক-প্রকাশনার তারিখ হইতেই নতুন বা সংশোধিত বিধি কার্যকর হইবে।

২৩। পরিবেশ রক্ষার জন্য ব্যবহৃত প্ল্যান্ট ও মেশিনারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তুরায়িত অবচয় ভাতার পরিধি সম্প্রসারণ -আয়কর অধ্যাদেশের The Third Schedule, এর paragraph 7A এর sub-paragraph (1) এর clause (b) সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইনে পরিবেশ রক্ষায় ব্যবহৃত ও মেশিনারীর উপর তুরায়িত অবচয়ভাতা প্রদানের বিধান আছে। পরিবেশ সংরক্ষণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে The Third Schedule, এর paragraph 7A এর sub-paragraph (1) এর clause (b) সংশোধনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, পচনশীল জৈব বর্জ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাপৃত শিল্প ইউনিটে ব্যবহৃত প্ল্যান্ট ও মেশিনারীর ক্ষেত্রেও তুরায়িত অবচয়ভাতা প্রযোজ্য হইবে।

২৪। নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাসস্থান প্রদানের ক্ষেত্রে পারকুইজিট নিরূপন সহজীকরণ - আয়কর বিধিমালার বিধি 33B প্রতিস্থাপনঃ

নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাসস্থান প্রদানের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে অসজ্জিত বাসস্থানের জন্য মূল বেতনের ২০ শতাংশ এবং সজ্জিত বাসস্থানের জন্য মূল বেতনের ২৫ শতাংশ পারকুইজিট হিসাবে করদাতার আয়ের সহিত যোগ করা হইত। বিধি 33B প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাসস্থানের সুবিধা প্রদান করা হইলে সজ্জিত অসজ্জিত নির্বিশেষে মূল বেতনের ২৫ শতাংশ করদাতার মোট আয়ের সহিত যোগ করিতে হইবে।

২৫। রাবার চাষের ক্ষেত্রে নতুন এলাকা চাষের আওতায় আনার জন্য উন্নয়ন বাবদ খরচ বাদযোগ্য খরচ হিসাবে অনুমোদন -বিধি 32 সংশোধন:

আয়কর বিধি 32 এ সংযোজিত নতুন প্রোভাইসো অনুসারে রাবার উৎপাদন ও বিক্রয় হইতে আয় নিরূপনের সময় নতুন এলাকা রাবার চাষের আওতায় আনার জন্য উন্নয়ন বাবদ খরচ বাদযোগ্য খরচ হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

২৬। আয়কর বিধি 38A বিলোপকরণ:

ঠিকাদার, সরবরাহকারী ও সেবা প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে মোট পরিশোধিত বিলের ২.৫ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে আয়কর রিটার্ন সঠিক হিসাবে গ্রহণ করা সংক্রান্ত বিধি 38A বিলোপ করা হইয়াছে।

২৭। লিজিং কোম্পানীর আয়কে করারোপণের আওতায় আণয়ন -এস.আর.ও. নং ৪০২/এল/৮৫ তাং ১০/০৯/৮৫ ইং বাতিলকরণ:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশে স্থাপিত লিজিং কোম্পানীর আয় ব্যবসা আরম্ভের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য করমুক্ত ছিল। এইরূপ কর অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ৪০২/এল/৮৫ তাং ১০/০৯/৮৫ ইং, নতুন প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৮২-আইন/৯৮ তাং ১৯/০৮/৯৮ ইং এর মাধ্যমে বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে লিজিং কোম্পানীসমূহকে ১লা জুলাই ১৯৯৮ ইং হইতে কর অব্যাহতি প্রদান করা হইবে না। তবে বর্তমানে কর অব্যাহতি ভোগরত লিজিং কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতি বলবৎ থাকিবে।

২৮। নিয়োগকারী কর্তৃক পরিশোধিত কর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আয় হিসাবে গণ্যকরণ - এইরূপ করের উপর কর অব্যাহতি সংক্রান্ত এস.আর.ও বাতিলকরণ:

ইতোপূর্বে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২২৮-আইন/৯২ তাং ১৪/০৭/৯২ ইং এর মাধ্যমে বেতনভোগী করদাতাদের বেতনখাতে আয়ে উপর আরোপনীয় আয়কর নিয়োগকারী কর্তৃক পরিশোধিত হইলে তাহাদের বেতনের উপর আরোপনীয় অতিরিক্ত কর অর্থাৎ করের উপর কর (tax on tax) আরোপনযোগ্য করের ক্ষেত্রে অব্যাহতির ব্যবস্থা ছিল। এস.আর.ও. নং ১৮১-আইন/৯৮ তাং ১৯/০৮/৯৮ ইং এর মাধ্যমে এইরূপ কর অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২২৮-আইন/৯২ তাং ১৪/০৭/৯২ ইং বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃক বেতনের উপর আরোপনীয় কর পরিশোধ করা হইলে উক্ত পরিশোধিত কর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আয় হিসাবে গণ্য হইবে। তবে নিয়োগকারী কর্তৃক পরিশোধিত কর শুধুমাত্র একবারই আয় হিসাবে গণ্য হইবে, বার বার নহে। ১৯৯৮-৯৯ কর বৎসর হইতে এই ব্যবস্থাটি কার্যকর হইবে।

২৯। পেশাজীবী ফার্মের আয়ের উপর আরোপনীয় কর অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৫০-আইন/৯৫ তাং ২৮/০৮/৯৫ ইং এর সংশোধন -পেশাজীবী ফার্মের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলককরণ এবং স্বাভাবিক নিয়মে আয় নিরূপনের বিধান প্রবর্তন:

প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৫০-আইন/৯৫ তাং ২৮/০৮/৯৫ ইং এর মাধ্যমে পেশাজীবী ফার্মের আয়কে উহার উপর আরোপনীয় কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত প্রজ্ঞাপনে এই সকল ফার্মের আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা এবং

উপ কর কমিশনার কর্তৃক আয় নিরূপন সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বিধান ছিল না। প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৮৩-আইন/৯৮ তাং ১৯/৮/৯৮ ইং এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত পেশাজীবী ফার্ম কর্তৃক অব্যাহতির সাথে সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের জন্য যথানিয়মে আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে এবং উপ কর কমিশনার আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 28 ও 29 প্রয়োগ করিয়া আয় নিরূপন করিবেন। তবে এইরূপ নিরূপিত আয়ের উপর কর অব্যাহতি অবশ্যই বলবৎ থাকিবে।

নূতন প্রবর্তিত ধারা 52A অনুসারে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত ফার্মের বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর উক্ত ফার্মের অংশীদারদের অংশ পুঁজির (share capital) আনুপাতিক হারে তাহাদের অধীম প্রদত্ত কর হিসাবে বিবেচিত হইবে।

Bangladesh Tax Update

www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

(মোঃ ছমাযুন্ন কবির ভূঞা)
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)